জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/ বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০২	-	০২	-	-	-	-	-	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিতে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের বিপরীতে অন্তর্ভুক্ত ০২ (দুই) টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ : প্রযোজ্য নয়।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ :

সমস্যা	সুপারিশ
প্রকল্পের নামঃ "বিল্ডিং অ্যাকাউন্টেবিলিটি টু উইমেন থ্রু দি উইমেন পার্লামেন্টারিয়ানস্" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	
৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে তেমন কোন গুরুতর সমস্যা উদ্ভূত হয়নি মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা গেছে। তবে প্রকল্পের কোন সুনির্দিষ্ট অফিস না থাকা এবং অপ্রতুল সংখ্যক জনবলের কারণে প্রকল্পের কাজ সময় বিশেষে ব্যাহত হয়েছে;	৩.১ সমাজের অনগ্রসর নারীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন, পারিবারিক আইন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তাদেরকে দেশের উন্নয়ন যন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে নারী সাংসদগণ অসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এদিক দিয়ে প্রকল্পটি গুরুত্ব বিবেচনা করে UN Women অর্থায়নে সম্মত থাকলে দ্বিতীয় পর্যায় করার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়; এবং
৩.২ প্রকল্পের বাস্তবায়নের মূল মেয়াদ ছিল মাত্র ০১ (এক) বৎসর। যা অত্যন্ত স্বল্পকালীন মর্মে প্রতীয়মান হয়। নারী সংসদ সদস্যদের জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্যভিত্তি তৈরী করার জন্য এক বছর সময় অত্যন্ত অপ্রতুল;	
৩.৩ প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু অডিট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়নি; এবং	৩.২ প্রকল্পের উপর সম্পাদিত অডিট কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করে অডিট প্রতিবেদনের ফলাফল আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।
প্রকল্পের নামঃ "Improving Democracy Through Parliamentary Development (IPD)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	
৩.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত কিছুসংখ্যক কাজ যেমন, মাননীয় সংসদ /সংসদগণের জন্য একটি MP Introduction Curriculum এবং MPs Information Toolkit প্রণয়ন, জাতীয় সংসদের সাথে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সংগে যোগাযোগের লক্ষ্যে 'যোগাযোগ কৌশলপত্র' প্রণয়ন, মাননীয় স্পীকারের রুলিং সংকলন চূড়ান্ত করে মুদ্রণ কাজ ইত্যাদি প্রকল্পে মেয়াদে সম্পন্ন করার সম্ভব হয়নি, ফলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিরাট অংশ অব্যয়িত রয়ে গেছে।	৩.৩ প্রকল্পের আওতায় অনিষ্পন্ন কাজগুলো সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংসদ সচিবালয় কর্তৃক যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে; এবং প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি যেমন CCTV ক্যামেরা, DDMS ইত্যাদির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সংসদ সচিবালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজন বোধে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতিগুলো TO & E ভুক্ত করা শ্রেয় হবে।

"**Improving Democracy Through Parliamentary Development (IPD)**" কারিগরী সহায়তা শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

প্রকল্পের নাম : "**Improving Democracy Through Parliamentary Development (IPD)**" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।

১। প্রকল্পের অবস্থান : **ঢাকা, বাংলাদেশ।**

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট-৮২০৭.৭৩ টাকা-১০.০০ প্র:সা:৮১৯৭.৭৩	--	মোট-৩৫৫৪.৪৭ টাকা-১.৪৩ প্র:সা:৩৫৫৩.০৪	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	--	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	--	--

৫। প্রকল্পের অর্থায়ন : ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ সরকার।

৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি : (সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত PCR এর তথ্যের ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক)	**রাজস্ব :**					
1।	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যা	১৩৩৩.৩৬	২২	৯৯২.২৪ (৭৪%)	১০ (৪৫%)
2।	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	১৩৯.২৮	৭	২৮.২৫ (২০%)	৩ (৪৩%)
3।	হস্পিটালিটি	থোক	৬৭.১৪	থোক	০.৯৫ (১%)	থোক
4।	কনসালটেন্সি মিশন	সংখ্যা	৬৪.৫৬	৭	৬১.৩৮ (৯৫%)	-
5।	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১৬৪.৮৪	থোক	১৩৯.৮১ (৮৫%)	১১
6।	ওয়ার্কশপ এবং সেমিনার	সংখ্যা	৪৪৮.৭৩	১১	২০৫.০৬ (৪৬%)	৩১ (২৮২%)
7।	প্রশিক্ষণ এবং কনফারেন্স	সংখ্যা	১০৪৯.৪৪	২০	১২৩.৩১ (৪০%)	৫৯ (২৯৫%)
8।	প্রিন্টিং/পাবলিকেশন	থোক	৫৭৭.২৬	থোক	১.৭৩ (০%)	২২
9।	গবেষণা	থোক	১১৫৭.৯৪	থোক	১৯৫.৬২ (১৭%)	৩
10।	অডিও/ভিডিও	থোক	২৪৮.২৮	থোক	১৬.১০(৬%)	২
11।	যানবাহন (ছোট ভ্যান)	সংখ্যা	৯৮.৯০	৩	--	-
12।	ম্যানেজমেন্ট চার্জ	থোক	৪৯১.৬৮	থোক	৭৯.৯১ (১৬%)	-
13।	সিকিউরিটি	সংখ্যা	৬৭.১৪	৪	৬৩.৫৩ (৯৫%)	৩ (৭৫%)
14।	সার্ভে	সংখ্যা	১৪০.৭৯	১২	--	-
15।	কম্পিউটার এক্সেসরিজ	থোক	৪৩৯.৫৫	থোক	--	-
16।	অডিট	সংখ্যা	২.৪০	৬	--	৩ (৫০%)
17।	অন্যান্য	থোক	২৪০.৫৫	থোক	২০.০১ (৮%)	--

ক্র: নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
18।	মেরামত, সংরক্ষণ ও ওয়ারেন্টি	থোক	৩০০.০০	থোক	৮৬.৭৮ (২৯%)	--
	উপমোট=	**--**	**৭০৩১.৮৪**	**--**	**২৩১৪.৬৮ (৩৫%)**	**--**
	(খ) মুলধন খাত :					
19।	ডেস্কটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	৩৫০.০০	৪০০	২৯৬.৭৭ (৮৫%)	২৭০ (৬৮%)
20।	ল্যাপটপ কম্পিউটার	সংখ্যা		২০		২০ (১০০%)
21।	ইউপিএস	সংখ্যা		৪০০		২৭২ (৬৮%)
22।	প্রিন্টার্স	সংখ্যা		৪০০		২৫২ (৬৩%)
23।	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	৮২.৭৯	৪২০	৭৫.০০ (৯১%)	১৬৭ (৪০%)
24।	অফিস এন্ড আইসিটি ইক্যুইপমেন্ট	সংখ্যা	৬৩৩.১০	১৯	২৮৬.০৯ (৪৫%)	৩১ (১৬৩%)
25।	সিসিটিভি	সংখ্যা	--	৭২	৩৪৫.৪৯	৭২ (১০০%)
26।	ডিডিএমএস	সংখ্যা	--	৪১		৪১ (১০০%)
27।	ই-নিউজ ক্লিপিং	সংখ্যা	--	১	১৫০.০০	১ (১০০%)
28।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১০০.০০	৪০০	৮৫.০০ (৮৫%)	৬৪৭ (১৬২%)
29।	প্রকল্প ভাতা/সন্মানী	থোক	১০.০০	থোক	১.৪৩ (১৪%)	থোক
	উপমোট=		**১১৭৫.৮৯**		**১২৩৯.৭৮**	
	মোট (ক+খ)=		**৮২০৭.৭৩**		**৩৫৫৪.৪৭ (৪৩.৩১%)**	**-**

প্রকল্পটির মোট ৮২০৭.৭৩ **লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে** ৩৫৫৪.৪৭ **লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের** ৪৩.৩১**% এবং অব্যয়িত অর্থ (জিওবি)** ৮.৫৭ **লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা গেছে।** এছাড়া প্রকল্প সাহায্য অংশের অব্যয়িত ৪৬৪৩.৬১ লক্ষ টাকা ইউএনডিপি কর্তৃক ছাড় করা হয়নি মর্মে প্রকল্পসূত্র কর্তৃক অবহিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

১) **কর্মকর্তাদের বেতন:** প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ২২ জন কর্মকর্তার জন্য ১১৩৩.৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ১০ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৯৯২.২৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ৭৪%। ইউএনডিপি কর্তৃক জনবল নিয়োগ করা হয়েছে; প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিয়োগের বিষয়ে কোন সংশ্লেষ ছিল না মর্মে জানানো হয়েছে;

২) **কর্মচারীদের বেতন:** এখাতে ৭ জন কমর্চারীর বিপরীতে ১৩৯.২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। নিয়োগ করা হয়েছে ৩ জন এবং মাত্র ২৮.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে। এ নিয়োগও ইউএনডিপি কর্তৃক সরাসরি করা হয়েছে;

৩) **হসপিটালিটি:** এখাতে বরাদ্দ ছিল ৬৭.১৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মাত্র ০.৯৫ লক্ষ টাকা। ইউএনডিপি কর্তৃক সরাসরি এ ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে;

৪) **কনসালট্যান্সী মিশন:** এখাতে ৬৪.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬১.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ বরাদ্দের ৯৫% ব্যয় করা হয়েছে। এখাতের বরাদ্দের আওতায় ইউএনডিপি কর্তৃক একটি Midterm Review পরিচালনা করা হয়েছে;

৫) **ভ্রমণ ব্যয়:** ভ্রমন ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত ১৬৪.৮৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৩৯.৮১ লক্ষ টাকা (৮৫%) ব্যয় করা হয়েছে;

৬) **ওয়ার্কশপ ও সেমিনার:** প্রকল্পের আওতায় এখাতের ১১ টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৪৪৮.৭৩ লক্ষ টাকা। প্রকৃতপক্ষে ৩১ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু বাস্তব অগ্রগতি ২৮২% হলেও এখাতে ব্যয় করা হয়েছে ২০৫.০৬ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের মাত্র ৪৬%;

৭) **প্রশিক্ষণ এবং কনফারেন্স:** এখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ১০৪৯.৪৪ লক্ষ টাকা এবং ২০ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী/কনফারেন্স অনুষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু বাস্তব অগ্রগতি ৫৯ টি (২৯৫%) হলেও ব্যয় হয়েছে মাত্র ১২৩.৩১ লক্ষ টাকা;

৮) **প্রিন্টিং/পাবলিকেশন:** এখাতে থোক হিসেবে ৫৭৭.২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। কিন্তু ব্যয়িত হয়েছে মাত্র ১.৭৩ লক্ষ টাকা। এখাতে এত কম ব্যয় হওয়ার কারণ হিসেবে অবহিত করা হয়েছে যে, দু'টি বিশাল কাজ যেমন মাননীয় স্পীকারের রুলিং সংকলন সম্পাদন করতে সময়ক্ষেপণ হওয়ায় প্রকল্প মেয়াদে মুদ্রণ করা সম্ভব হয়নি, নবম সংসদের এ্যাক্টিভিটি সম্পাদনা কাজেও বিলম্ব ঘটেছিল। তাই প্রকল্প মেয়াদে সেটিও মুদ্রণ করা সম্ভব হয়নি। এখাতের আওতায় কেবলমাত্র জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত লিফলেট (ইংরেজী ও বাংলা), জাতীয় সংসদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ও তৎসম্পর্কিত এ্যাকশন প্ল্যান, লাইব্রেরীর উপর লিফলেট ও ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের উপর বুকলেট মুদ্রণ করা সম্ভব হয়েছে;

৯) **গবেষণা:** গবেষণা খাতেও বরাদ্দকৃত ১১৫৭.৯৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৯৫.৬২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ১৭%। এখাতে ব্যয় কম হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গবেষণা সংক্রান্ত কাজ ইউএনডিপি কর্তৃক করা হয়েছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর ব্যয় পরামর্শক খাত থেকে নির্বাহ করা হয়েছে;

১০) **অডিও/ভিডিও:** এখাতে বরাদ্দকৃত ২৪৮.২৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৬.১০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় দেশের ২০ টি স্থানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর অনুষ্ঠানসমূহ অডিও এবং ভিডিও করার জন্য এখাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন অনিবার্য কারণে ২০ টির স্থলে দেশের ৮ টি স্থানে সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে এবং সেগুলো রেকর্ড করা হয়েছে ; তন্মধ্যে ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনুষ্ঠিত সভা উল্লেখযোগ্য;

১১) **যানবাহন:** এখাতে ৩ টি মিনিভ্যান ক্রয়ের লক্ষ্যে ৯৮.৯০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় মিনিভ্যান ক্রয় করা সম্ভব হয়নি;

১২) **ম্যানেজমেন্ট চার্জ:** ম্যানেজমেন্ট চার্জ খাতে প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৪৯১.৬৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মাত্র ৭৯.৯১ লক্ষ টাকা;

১৩) **সিকিউরিটি:** প্রকল্পের আওতায় এখাতে বরাদ্দকৃত ৬৭.১৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬৩.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৪) **সার্ভে:** প্রকল্পের আওতায় এখাতে ১২ টি সার্ভের বিপরীতে ১৪০.৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। প্রকল্পের শেষ বছরে সার্ভে পরিচালনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল যা অনিবার্য কারণে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি;

১৫) **কম্পিউটার এক্সেসরিজ:** এখাতে থোক হিসেবে ৪৩৯.৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। কিন্তু এক্সেসরিজ ক্রয় করার প্রয়োজন না হওয়ায় এখাতের অর্থ অব্যয়িত রয়ে গেছে;

১৬) **অডিট:** অডিট খাতে ২.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে কোন ব্যয় হয়নি;

১৭) **অন্যান্য:** এখাতে ২৪০.৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে মাত্র ২০.০১ লক্ষ টাকা।;

১৮) **মেরামত, সংস্কার ও ওয়ারেন্টী:** এখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এখাতে ব্যয় হয়েছে ৮৬.৭৮ লক্ষ টাকা;

১৯) **ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইউপিএস ও প্রিন্টার্স:** এখাতে বরাদ্দ ছিল ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবে ব্যয় হয়েছে ২৯৬.৭৭ লক্ষ টাকা। এ অর্থে ২৭০ টি ডেস্কটপ, ২০ টি ল্যাপটপ, ২৭২ টি ইউপিএস এবং ২৫২ টি প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে;

২০) **কম্পিউটার সফটওয়ার:** প্রকল্পের আওতায় ৪২০ টি সফটওয়ার ক্রয় করার লক্ষ্যে ৮২.৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৬৭ টি সফটওয়ার ক্রয় করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৭৫.০০ লক্ষ টাকা;

২১) **অফিস অ্যান্ড আইসিটি ইক্যুইপমেন্ট:** প্রকল্পের আওতায় এখাতে ১৯ টি আইটেম ক্রয় করার লক্ষ্যে ৬৩৩.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে ৩১ টি আইটেম ক্রয় করা হলেও ব্যয় করা হয়েছে ২৮৬.০৯ লক্ষ টাকা;

২২) **সিসিটিভি, ডিডিএমএস ও ই-নিউজ ক্লিপিং:** প্রকল্প দলিলে এখাতে কোন ব্যয় বরাদ্দের উল্লেখ ছিল না। পরবর্তীতে মাননীয় স্পীকারের নির্দেশক্রমে ৭২ টি সিসিটিভি, ৪১ টি আইটেমসম্বলিত ডিজিটাল ডিসপ্লে মানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিডিএমএস) এবং ০১ টি ই-নিউজ ক্লিপিং ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে। ডিডিএমএস স্থাপনের ফলে এর দ্বারা "সংসদ বাংলাদেশ" শীর্ষক টিভি চ্যানেলের সরাসরি সম্প্রচার ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র দেখা সম্ভব হবে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবহিত করা হয়েছে। এর বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৪৯৫.৭৯ লক্ষ টাকা যা ইউএনডিপি কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয়েছে;

২৩) **আসবাবপত্র:** এখাতে বরাদ্দকৃত ১০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৮৫.০০ লক্ষ টাকা; এবং

২৪) **প্রকল্প ভাতা/সন্মানী:** প্রকল্পটি একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এবং সমুদয় অর্থ ইউএনডিপি কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে। কেবলমাত্র বিভিন্ন সভার সন্মানী ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে ১০.০০ লক্ষ টাকা সরকারি অর্থ হিসেবে বরাদ্দ রাখা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক সভা অনুষ্ঠান না করার কারণে মাত্র ১.৪৩ লক্ষ টাকা এখাতে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

সরকারের অপরিহার্য একটি অংগ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ দেশে দেশে দারিদ্র হ্রাসকরণ, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিসেম্বর, ২০০৮ এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার পর নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণকে তাদের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালনের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার বিষয়টি অনুভূত হয়। সংসদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন, সংসদীয় কমিটিসমূহ, স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ, মাননীয় স্পীকার ও সংসদ সচিবালয়ের সচিবের দপ্তরের কারিগরী জ্ঞান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান অপরিহার্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে ইউএনডিপি'র এর অর্থায়নে "Improving Democracy Through Parliamentary Development (IPD)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সংসদ সচিবালয় কর্তৃক গৃহীত হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কতিপয় ক্ষেত্র যেমন, সংসদীয় কমিটিসমূহ, স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ, মাননীয় স্পীকার ও সংসদ সচিবালয়ের সচিবের দপ্তরের কারিগরী জ্ঞান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

১) একটি স্বাধীন, সক্ষম এবং Service oriented সংসদ সচিবালয় হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদকে সহায়তাকরণ ;

২) মাননীয় স্পীকার ও সংসদ সদস্যগণকে তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব ও ভূমিকা কার্যকরভাবে পালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান ;

৩) দেশের জনগণের সাথে জাতীয় সংসদের আরও কার্যকরীভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার সক্ষমতা অর্জন ; এবং

৪) পাবলিক ফান্ড এর যথাযথ ব্যবহার, পাবলিক পলিসি পর্যালোচনা এবং Excutive Action সমূহ scrutinize করা এবং সর্বোপরি জাতীয় সংসদের সাথে জনগণের নৈকট্য বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৮। অনুমোদন পর্যায়ঃ

আলোচ্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। যার প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ জারী করা হয় ২৯/০৭/২০১০ তারিখে।

৯। প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ ও অগ্রগতি			অর্থ ছাড়	বছর ভিত্তিক ব্যয় ও **বাস্তব** অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০১০-২০১১	১৩১৫.০০	১.০০	১৩১৪.০০	১৯১.৮৩	১৯১.২০	০.৬৩	১৯০.৫৭
২০১১-২০১২	১৬৯১.০০	৪.০০	১৬৮৭.০০	১২৮৭.৬৮	১২৮৭.৩৭	০.৩২	১২৮৭.০৫
২০১২-২০১৩	২৩৩৯.০০	৪.০০	২৩৩৫.০০	১১৮০.৬৫	১১৮০.৫০	০.১৪	১১৮০.৩৬
২০১৩-২০১৪	১২৬০.০০	১.০০	১২৫৯.০০	৮৯৫.৭৫	৮৯৫.৪১	০.৩৫	৮৯৫.০৬
মোট=	**৬৬০৫.০০**	**১০.০০**	**৬৫৯৫.০০**	**৩৫৫৫.৪২**	**৩৫৫৪.৭৯**	**১.৪৪**	**৩৫৫৩.৩৫**

১০। প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ''প্রকল্প পরিচালক''-এর দায়িত্ব পালন করেন:

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ	ধরন
০১)	জনাব প্রণব চক্রবর্তী	অতি:সচিব, সংসদ সচিবালয়	২০.০৬.২০১০	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত	খন্ডকালীন

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জনঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
ক) একটি স্বাধীন, সক্ষম এবং Service oriented সংসদ সচিবালয় হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদকে সহায়তাকরণ;	**ক)** Corporate and Strategic Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত পদ্ধতি পর্যালোচনা করার জন্য মাননীয় স্পীকারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্ট পরিদর্শন করা হয়েছে; খসড়া স্পীকার রুলিং-১৯৭৩-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে; নবম জাতীয় সংসদের Draft End of Term Report এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে ; ডেপুটি স্পীকারের নেতৃত্বে ০১ টি টীম কর্তৃক নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্ট হাউজ সফর করা হয়েছে।
খ) মাননীয় স্পীকার ও সংসদ সদস্যগণকে তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব ও ভূমিকা কার্যকরভাবে পালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান;	**খ)** প্রকল্পের আওতায় সংসদ সদস্যগণকে আইসিটি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৮৯ জন সংসদ সদস্যকে (৯০% পুরুষ সদস্য + ১০% মহিলা সদস্য) কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে; ৭২ টি সিসিটিভি ক্যামেরা ক্রয় করা হয়েছে যা সংসদ ভবনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসহ ভবনের বহিরাঙ্গনের কতিপয় স্থানে স্থাপন করা হয়েছে; শপথ গ্রহণ কক্ষে অডিও ভিজুয়াল সরঞ্জামাদি স্থাপন করা হয়েছে; ৬ টি ডিডিএমএস সেট ক্রয় এবং স্থাপন করা হয়েছে ; সংসদ সদস্যগণের জন্য ১ টি আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; পর্যাপ্ত ও Intensive প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে সংসদ সচিবালয়ের ৮০% অধিক স্টাফের (৮২% পুরুষ এবং ১০% মহিলা) কম্পিউটার চালনার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে; সংসদ সচিবালয়ের ১৪ জন কর্মকর্তার ১ টি টিম ডিডিএমএস চালনার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে; ৩৬ জন কর্মকর্তা ও সিসিটিভি সিস্টেম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন; প্রকল্পের আওতায় ১ টি আইসিটি হেল্প ডেস্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
গ) দেশের জনগণের সাথে জাতীয় সংসদের আরও কার্যকরীভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার সক্ষমতা অর্জন; এবং	**গ)** প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মাঠ পর্যায়ে ১১ টি Public Consultancy Meeting অনুষ্ঠিত করেছে; দু'টি Education Materials (জাতীয় সংসদের ইতিহাস ও লাইব্রেরী Brochure) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে; পাইলট শিশু পার্লামেন্ট ইভেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে; সংসদে একটি Children Gallery এর উদ্বোধন করা হয়েছে সেখানে অনুর্দ্ধ ১২ বছর বয়সী স্কুল ছাত্ররা সংসদ অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করতে পারবে;

ঘ) পাবলিক ফান্ড এর যথাযথ ব্যবহার, পাবলিক পলিসি পর্যালোচনা এবং Excutive Action সমূহ scrutininge করা এবং সর্বোপরি জাতীয় সংসদের সাথে জনগণের নৈকট্য বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি।	**ঘ)** বিভিন্ন ধরনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, Intenational Exposure visit, জাতীয় বাজেট সম্পর্কে গোলটেবিল বৈঠক এবং পাবলিক কনসালটেশন ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত করা হয়েছে; প্রকল্পের সহায়তায় ৪ টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক পাবলিক পলিসি ইস্যু'র উপর কনসালটেটিভ সভা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে; নিম্নবর্ণিত ৫ টি বিষয়ে পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করা হয়েছে: a) Effectiveness of Cyclone Shelters in Bangladesh, b) Street Children in Dhaka, c) Gender mainstreaming in Paliament, d) Petition System and e) Constituency relation. সংসদীয় কমিটি সভাকক্ষগুলোতে ইক্যুইপমেন্ট (কম্পিউটার, প্রজেক্টর, আসবাবপত্র ইত্যাদি) স্থাপন করা হয়েছে)।

১২। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় কতিপয় কাজ যেমন এমপি ইনফরমেশন টুলকিট, মাননীয় স্পীকারের রুলিং সংকলন মুদ্রণ ইত্যাদি অসমাপ্ত রয়েছে মর্মে প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে।

১৩| মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): *মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে:*

ক) টিপিপি ও পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত Project Completion Report (PCR) পর্যালোচনা;

গ) PEC, Project Steering Committee, Project Implementation Committee (PIC) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

ঘ) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪। মনিটরিংঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শিত হয়নি। এছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ পরিদর্শন করা হয়নি মর্মে সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) সূত্রে জানা যায়।

১৫। অডিট সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক) **অভ্যন্তরীণ** অডিটঃ **প্রযোজ্য নয়।**

খ) এক্সটার্নাল অডিটঃ **FAPAD** কর্তৃক প্রকল্পের উপর অডিট কার্যক্রম ২০১১ সালে, ২০১২ সালে এবং ২০১৩ সালে মোট ৩ বার পরিচালনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে সম্পাদিত অডিটের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে "প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে PPR-2008 যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি" এবং ৯৪,৬১২/- টাকার একটি বিলে TAX ও VAT কর্তন করা হয়নি - এ দুটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যা পরবর্তীতে নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR)সূত্রে জানা গেছে। পরবর্তী ২ বছরে সম্পাদিত অডিট কার্যক্রমের (২০১২-২০১৩) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি এ মর্মেও PCR সূত্রে জানা যায়।

১৬। প্রকল্প পরিদর্শনঃ

১৬.১ আলোচ্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ১১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে UNDP'র ৩.৯ মিলিয়ন, Netherlands'র ৩.৩ মিলিয়ন, KOICA'র ৪.০ মিলিয়ন এবং unfunded ০.৭ মিলিয়ন ডলার প্রদানের কথা ছিল। কিন্তু প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী KOICA এ প্রকল্পের সহায়তা করবে না মর্মে জানিয়ে দেয়। অন্যদিকে, unfunded ০.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

UNDP কর্তৃক সংগ্রহ করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে তা সংগ্রহের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে এ প্রকল্পের নিশ্চিত সম্ভাব্য ব্যয় ছিল ৭.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৪৯৬৯.৭৭ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৩৫৫৩.০৪ মিলিয়ন টাকা।

১৬.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা :

প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে :

১৬.২.১ সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন তদারকির লক্ষ্যে সংসদীয় সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির গাইড লাইন প্রণয়ন ও প্রকাশনা : আইপিডি প্রকল্পের কারিগরী সহযোগিতায় জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিশ্রুতি তদারকি সম্পর্কিত একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয় এবং কমিটির ৬৫ তম বৈঠকে অনুমোদিত হয়। গাইডলাইনটি বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই প্রণয়ন করা হয়েছে। ইংরেজী এ বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রণীত গাইডলাইনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

১৬.২.২ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ডাইরেক্টরী প্রণয়ন :

আইপিডি প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পের নির্ধারিত ০২ টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি) কাজে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ডাইরেক্টরী অব এক্সপার্টাইজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা কমিটিতে স্বল্প সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

১৬.২.৩ শিশু পার্লামেন্ট অধিবেশন ২০১৪ :

গত ০৭-০৮-২০১৪- এ দু'দিন শিশুদের বাংলাদেশ সংসদ বিষয়ে ধারণা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশু সংসদের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৫০ জন শিশু সাংসদ উপস্থিত ছিলেন।

১৬.২.৪ সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ডেটাবেইজ প্রণয়ন ও সংসদের ওয়েবসাইটে সংযুক্তি :

নবম জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির তত্ত্বাবধানে, আইপিডি প্রকল্পের কারিগরী সহযোগিতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে একটি ডেটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়।

১৬.২.৫ বাংলাদেশে নির্বাচনী এলাকার সম্পর্ক এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পিটিশন পদ্ধতি শীর্ষক গবেষণা ও পলিসি ব্রীফ :

জাতীয় সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশে নির্বাচনী এলাকার সম্পর্ক এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পিটিশন পদ্ধতি শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করে আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক (প্রশ্নপত্র জরিপ, মাননীয় সংসদ সদস্যদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও সাক্ষাৎকার) গবেষনার খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। "নির্বাচনী এলাকার সম্পর্ক" এবং "বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পিটিশন পদ্ধতি" এ দু'টি বিষয়েই খসড়া পলিসি ব্রীফ তৈরী করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ নির্বাচনী এলাকার সম্পর্কে পলিসি ব্রীফ এর উপর সংসদ সচিবালয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬.২.৬ মাননীয় স্পীকারের রুলিং ১৯৭২-২০১৩ সমূহ একত্রিতকরণ এবং নবম জাতীয় সংসদের মেয়াদ সমাপ্তির প্রতিবেদন প্রকাশ :

আইপিডি প্রকল্পের আওতায় মাননীয় স্পীকারের রুলিং ১৯৭২-২০১৩ সমূহ একত্রিত করার লক্ষ্যে একজন জাতীয় পরামর্শকের মাধ্যমে খসড়া সংকলন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এক কর্মশালার মাধ্যমে সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে প্রথম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একজন আন্তর্জাতিক পরামর্শকের তত্ত্বাবধানে ০৩ (তিন) জন জাতীয় পরামর্শক দ্বারা প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৬.২.৭ আইসিটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন :

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় আইসিটি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি আইসিটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয় আইসিটি হেল্প ডেস্ক থেকে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করেছেন।

১৬.২.৮ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কমিটি বিষয়ক বুকলেট প্রণয়ন :

সংসদ সচিবালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কমিটি বিষয়ক বুকলেট ও 'How Parliament works' বিষয়ক বুকলেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বুকলেটগুলো বর্তমানে সংসদ সচিবালয় কর্তৃক পর্যালোচনা চলছে। এছাড়া সংসদের ইতিহাস বিষয়ক দু'টি বুকলেট নতুন করে রিভিউ করা হয়েছে।

১৬.২.৯ পার্লামেন্ট পোস্ট প্রণয়ন :

১০ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের উপর ইংরেজীতে একটি ই-বুলেটিন প্রণয়নের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির মেয়াদ সমাপ্ত হলেও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাংলা/ইংরেজীতে ই-বুলেটিন প্রণয়নের কার্যক্রম চালু রাখার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১৬.২.১০ অডিও ভিজুয়াল সরঞ্জাম ক্রয় :

প্রকল্পের আওতায় অডিও ভিজুয়াল সরঞ্জাম ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

১৭। বাস্তবায়ন সমস্যা :

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত কিছুসংখ্যক কাজ যেমন, মাননীয় সংসদ /সংসদগণের জন্য একটি MP Introduction Curriculum এবং MPs Information Toolkit প্রণয়ন, জাতীয় সংসদের সাথে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সংগে যোগাযোগের লক্ষ্যে 'যোগাযোগ কৌশলপত্র' প্রণয়ন, মাননীয় স্পীকারের রুলিং সংকলন চূড়ান্ত করে মুদ্রণ কাজ ইত্যাদি প্রকল্পে মেয়াদে সম্পন্ন করার সম্ভব হয়নি, ফলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিরাট অংশ অব্যয়িত রয়ে গেছে।

১৮। **সুপারিশ** *:*

১৮.১ প্রকল্পের আওতায় অনিষ্পন্ন কাজগুলো সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংসদ সচিবালয় কর্তৃক যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে ; এবং

১৮.২ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি যেমন CCTV ক্যামেরা, DDMS ইত্যাদির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সংসদ সচিবালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজন বোধে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতিগুলো TO & E ভুক্ত করা শ্রেয় হবে।

"বিল্ডিং অ্যাকাউন্টেবিলিটি টু উইমেন থ্রু দি উইমেন পার্লামেন্টারিয়ানস্" কারিগরী সহায়তা শীর্ষক
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত : সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

প্রকল্পের নাম : "বিল্ডিং অ্যাকাউন্টেবিলিটি টু উইমেন থ্রু দি উইমেন পার্লামেন্টারিয়ানস্" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প

১। প্রকল্পের অবস্থান : **ঢাকা, বাংলাদেশ।**
২। বাসত্মবায়নকারী সংস্থা : **জাতীয় সংসদ সচিবালয়।**
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : **জাতীয় সংসদ সচিবালয়।**

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় : (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট : ৬৪.৬৪ জিওবি : -- প্র:সা: ৬৪.৬৪	মোট : ৫৩.০৯ জিওবি : -- প্র:সা: ৫৩.০৯	মোট : ৪৮.৫২ জিওবি : -- প্র:সা: ৪৮.৫২	মার্চ,২০১২ হতে ফেব্রুয়ারি,২০১৩	মার্চ,২০১২ হতে সেপ্টেম্বর,২০১৩	মার্চ,২০১২ হতে সেপ্টেম্বর,২০১৩	--	৭ মাস (৫৮%)

৫। প্রকল্পের অর্থায়নঃ

৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ (সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত PCR এর তথ্যের ভিত্তিতে)

(টাকায়)

ক্র: নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
30।	এভিডেন্স বেইজ অ্যাডভোকেসী/পলিসি ডায়ালগ অ্যাট ন্যাশনাল এন্ড রিজিওনাল লেভেল	--	১১,০৭,২১৮/-	৫	৯,৩৭,২৫১/-	- -
31।	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (ওরিয়েন্টেশন, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, স্ট্যাডি ট্যুর, ইত্যাদি)	--	১১,৯৯,৬৪৬/-	৬	১১,৫৯,০১৬/-	- -
32।	মিটিং এবং কনফারেন্স	--	৪,৩৪,৪৬৪/-	৩	৪,১৪,৫৫০/-	- -
33।	প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট/ ইক্যুইপমেন্ট	--	২৪৭১০০৩/-	- -	২২,৫১,৩২৩/-	- -
34।	অপারেশনস এন্ড মেইনটেইন্যান্স	--	৯৬,৮৫৪/-	--	৮৯,৮০০/-	- -
	মোট =	--	**৫৩,০৯,১৮৫/-**	**--**	**৪৮,৫১,৯৪০/-**	- -

প্রকল্পটির মোট ৫৩.০৯ **লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে** ৪৮.৫১ **লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের** ৯১%। **প্রকল্পের আর্থিক অর্জন মোটামুটি সন্তোষজনক।**

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং নারী সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা তৈরী শক্তিশালী গণতন্ত্র নির্মাণের পূর্বশর্ত। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করা এবং তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের সঠিক চাহিদা উপলব্ধি করে তাদেরকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। বাংলাদেশের নারী সংগঠন ও উন্নয়ন সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। তবে একজন সংসদ সদস্য যেভাবে তৃণমূলের কাছে যেতে পারেন অন্যদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই UN Women এর অর্থায়নে বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয়ের অধীনে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি মার্চ,২০১২ হতে ফেব্রুয়ারী,২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ছিল মাননীয় নারী সংসদগণের জন্য জেন্ডার সমতা ইস্যু সমূহের উপর একটি Database তৈরী করা এবং এই Database এর মাধ্যমে জেন্ডার সমতা ও নারী অধিকার বিষয়টি একটি সর্বজনীন বিষয় হিসেবে অ্যাডভোকেসী করার লক্ষ্যে নারী সংসদ সদস্যদের একটি সর্বদলীয় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১) জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতিমালা ও অংগীকার সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান করা ;

২) জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে নারী সংসদ সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধ করা যাতে নীতিগত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নে নারী সংসদ সদস্যগণের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় ;

৩) আলোচনার ভিত্তিতে একটি সর্বদলীয় নারী সংসদীয় ককাস (Caucus) গঠন এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিরাজমান অন্যান্য আঞ্চলিক একই ধরনের ককাসের সাথে সংযোগ স্থাপন করা ;

৪) KNOW Politics (নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক) নামক নেটওয়ার্ক এর সাথে জ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে নারী সংসদ সদস্যগণের মধ্যে জেন্ডার ইস্যু এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা ; এবং

৫) বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নারীদের (এইচআইভি জীবানু আক্রান্ত অভিবাসী নারী ও নির্যাতনের শিকার নারী) অধিকার সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদানের মাধ্যমে নারী সংসদ-সদস্যদের সচেতন করে তোলা।

৮। <u>অনুমোদন পর্যায়ঃ</u>

আলোচ্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি মার্চ,২০১২ হতে ফেব্রুয়ারী,২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। বিভিন্ন কারণে প্রকল্পের কতিপয় কাজ অসমাপ্ত থাকার দরুণ প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন,২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সেপ্টেম্বর,২০১৩ পর্যন্ত অর্থাৎ ০৩ (তিন) মাস পুনরায় বৃদ্ধি করা হয়।

৯। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ''প্রকল্প পরিচালক''-এর দায়িত্ব পালন করেন:

ক্র:নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ	ধরন
০১)	জনাব ফরিদা পারভীন	যুগ্ম-সচিব	মার্চ,২০১২	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জনঃ**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জন
ক) জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতিমালা ও অংগীকার সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান করা ;	ক) বাংলাদেশ সরকারের জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক নীতিমালার উপরে ধারণাগত স্বচ্ছতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ৬ টি পলিসি ব্রীফ ও ৯ টি Handout প্রণয়ন করা হয়েছে। পলিসি ব্রীফগুলো একটি পুস্তিকা আকারে মোট ৮০০ কপি প্রকাশ করা হয়েছে। নারী সংসদ সদস্যদের এই পলিসি ব্রীফের উপর সম্যক ধারনা প্রদানের লক্ষ্যে ৩ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল ;

খ)	জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে নারী সংসদ সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধ করা যাতে নীতিগত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নে নারী সংসদ সদস্যগণের অধিকতর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় ;	খ)	জেন্ডার সমতা নীতমালা ও আইন বিষয়ক ৩ টি গোলটেবিল আলোচনা সভা প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। এই আলোচনা সভার উদ্দেশ্য ছিল আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারনা অর্জনের মাধ্যমে অ্যাডভোকেসী কৌশল চিহ্নিত করা। গোলটেবিল আলোচনা সভার সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে ২০ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে একটি মিডিয়া অ্যাডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত হয় ;
গ)	আলোচনার ভিত্তিতে একটি সর্বদলীয় নারী সংসদীয় ককাস (Caucus) গঠন এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিরাজমান অন্যান্য আঞ্চলিক একই ধরনের ককাসের সাথে সংযোগ স্থাপন করা ;	গ)	প্রকল্পের আওতায় গত ১২ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে নারী সংসদ সদস্যের ককাস ও অ্যাডভোকেসী কর্মপরিকল্পনা তৈরী বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ;
ঘ)	KNOW Politics (নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক) নামক নেটওয়ার্ক এর সাথে জ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে নারী সংসদ সদস্যগণের মধ্যে জেন্ডার ইস্যু এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা ; এবং	ঘ)	ভারত ও নেপালের সংসদ সদস্যদের সাথে জেন্ডার সমতা ইস্যু ও ককাস বিষয়ে মতবিনিময়ের লক্ষ্যে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল কাঠমান্ডু ও দিল্লি সফর করেন। কাঠমান্ডুতে অবস্থানকালে সর্বদলীয় নারী সংসদ সদস্যদের ককাসের সাথে তাদের একটি মতবনিমিয় সভা অনুষ্ঠিত হয়; এবং
ঙ)	বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নারীদের (এইচআইভি জীবানু আক্রান্ত অভিবাসী নারী ও নির্যাতনের শিকার নারী) অধিকার সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদানের মাধ্যমে নারী সংসদ-সদস্যদের সচেতন করে তোলা।	ঙ)	সহিংসতার শিকার নারীদের সেবাপ্রদান ও প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদানের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (OCC) চালু করেছেন। ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকা নারী গোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গত ২৩ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ৪ জন মাননীয় সংসদ সদস্যসহ ১৪ সদস্যের একটি টিম টাংগাইলে একটি ব্রোথেল পরিদর্শন করেন।

১১। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা গেছে।

১২/ *মূল্যায়ন পদ্ধতি* (Methodology) : *মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে:*

ক) টিপিপি ও পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ;

খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত Project Completion Report (PCR) পর্যালোচনা ;

গ) PEC, Project Steering Committee, Project Implementation Committee (PIC) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;

ঘ) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ; এবং

ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩/ মনিটরিং:

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর সভা নিয়মিত প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন না করা হলেও আইএমইডি কর্তৃক পিআইসি সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

১৪। অডিট সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক) অভ্যন্তরীণ অডিটঃ **প্রযোজ্য নয়।**

খ) এক্সটার্নাল অডিটঃ

FAPAD কর্তৃক প্রকল্পটির অডিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) সূত্রে জানা যায়।

১৫/ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

১৫.১ আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প কার্যালয় গত নভেম্বর,১৫ মাসে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপ-প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করেন।

১৫.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা :

প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে :

১৫.২.১ পলিসি ব্রীফ ও Handout প্রণয়ন :

প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশ সরকারের জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক নীতিমালার উপর ধারণাগত স্বচ্ছতা প্রদানের লক্ষ্যে ৬ টি পলিসি ব্রীফ ও ৯ টি Handout প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রণীত পলিসি ব্রীফ এর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

- CEDAW ও নারীদের জীবনের উপর এর প্রভাব ;
- নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রণীত আইনসমূহ ;
- Gender Responsive বাজেট ও এর প্রভাব ;
- জেন্ডার সমতা বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ ;
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ; এবং
- জেন্ডার সমতাবিষয়ক আন্তর্জাতিক অংগীকারসমূহ।

এই পলিসি ব্রীফগুলো একটি পুস্তিকা আকারে মোট ৮০০ কপি প্রকাশ করা হয়েছে।

১৫.২.২ জেন্ডার সমতা নীতিমালা ও আইন বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠান :

জেন্ডার সমতা নীতিমালা ও আইন বিষয়ক ৩ টি গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল :

ক) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ ;

খ) পারিবারিক সহিংসতা ও সুরক্ষা আইন-২০১০ ; এবং

গ) CEDAW ও বাংলাদেশের নারীদের জীবনের উপর প্রভাব।

এই আলোচনা সভার উদ্দেশ্য ছিল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারনা অর্জনের মাধ্যমে অ্যাডভোকেসী কৌশল চিহ্নিত করা। এ আলোচনা সভাগুলো ২০১২ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫.২.৩ মিডিয়া অ্যাডভোকেসী সভা অনুষ্ঠান ও সর্বদলীয় নারী সংসদীয় ককাস (CAUCUS) গঠন :

গোলটেবিল আলোচনা সভার সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে ২০ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে একটি মিডিয়া অ্যাডভোকেসী সভা করা হয়। এ সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল ৩ টি গোল টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশ গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরা। জেন্ডার সমতা ও নারী অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও আইন বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচনার ভিত্তিতে একটি সর্বদলীয় নারী সংসদীয় ককাস গঠন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় বিরাজমান অন্যান্য আঞ্চলিক অন্যান্য ককাসের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে গত ১২ ডিসেম্বর,২০১২ তারিখে নারী সংসদের ককাস ও অ্যাডভোকেসী কর্মপরিকল্পনা তৈরী বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নেপাল থেকে আগত প্রাক্ত ডেপুটি স্পীকার ও প্রাক্তন নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী কর্মশালায় তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। কর্মশালায় উপস্থিত সংসদ সদস্য ও সচিবালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ একটি সর্বদলীয় নারী সংসদ সদস্যের ককাস গড়ে তোলার বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন।

১৫.২.৪ নারী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (OCC) পরিদর্শন :

সর্বদলীয় নারী সংসদ সদস্যদের ককাস গঠনের লক্ষ্যে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। সহিংসতার শিকার নারীদের সেবা প্রদান ও প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (OCC) চালু করেছে। গত ৬ আগস্ট, ২০১২ তারিখে মাননীয় সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি টীম ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে অবস্থিত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে পরিলক্ষিত OCC-এর কার্যক্রম মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে অবহিত করা হয়।

১৫.২.৫ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নারীদের অধিকার সম্পর্কে ধারনা প্রদান :

ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকা নারী গোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গত ২৩ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের একটি টীম টাঙ্গাইল ব্রথেল পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রথলে বসবাসকারী নারীদের জীবনযাত্রা সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা ও এই গোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অ্যাডেভোকেসী করা।

১৫.২.৬ প্রকল্পটি সম্পর্কে বিভিন্ন নারী সংসদের মতামত গ্রহণের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ :

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নবম জাতীয় সংসদের ৭০ জন মহিলা সংসদ সদস্যের মধ্য থেকে ১০ জন মহিলা সংসদ সদস্যকে প্রকল্পের কার্যাবলী সম্পর্কে তাদের মতামত গ্রহণের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাদের সাথে গৃহীত সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতামত হল প্রকল্পটির মাধ্যমে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। নারী সংসদ সদস্যদের এ জ্ঞান ও ধারনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রকল্পটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। নবম জাতীয় সংসদের অনেক নারী সদস্যই প্রথমবারের মত সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে প্রকল্পের আয়োজিত বিভিন্ন পলিসি ইস্যু বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালার মাধ্যমে তাঁরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছেন। ফলে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে জানার ফলে নিজ নিজ এলাকার নারীদের সাথে কাজ করতে যেয়ে নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারছেন।

১৫.২.৭ এছাড়া তাদের নিকট থেকে আরও জানা গেছে যে, প্রকল্পটি নারী সংসদ সদস্যদের জন্য ইতিবাচক সহায়তা প্রদান করছে। একজন নারী সংসদ সদস্য দেশের লক্ষ লক্ষ নারীর প্রতিনিধিত্ব করেন। এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে সংসদ সদস্যেদের নিজেদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করা ও তৃণমূল নারীদের সঠিক চাহিদা চিহ্নিত করে তাদেরকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। একজন সংসদ সদস্য যেভাবে তৃণমূলের কাছে যেতে পারেন অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সংসদ সদস্যদের আরও বেশী করে পলিসি ব্রিফিং ও বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৬.০ বাস্তবায়ন সমস্যা :

১৬.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে তেমন কোন গুরুতর সমস্যা উদ্ভূত হয়নি মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা গেছে। তবে প্রকল্পের কোন সুনির্দিষ্ট অফিস না থাকা এবং অপ্রতুল সংখ্যক জনবলের কারণে প্রকল্পের কাজ সময় বিশেষে ব্যাহত হয়েছে ;

১৬.২ প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু অডিট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়নি ; এবং

১৬.৩ প্রকল্পের বাস্তবায়নের মূল মেয়াদ ছিল মাত্র ০১ (এক) বৎসর। যা অত্যন্ত স্বল্পকালীন মর্মে প্রতীয়মান হয়। নারী সংসদ সদস্যদের জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্যভিত্তি তৈরী করার জন্য এক বছর সময় অত্যন্ত অপ্রতুল।

১৭.০ সুপারিশ :

১৭.১ সমাজের অনগ্রসর নারীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন, পারিবারিক আইন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তাদেরকে দেশের উন্নয়ন যন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে নারী সাংসদগণ অসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এদিক দিয়ে প্রকল্পটি গুরুত্ব বিবেচনা করে UN Women অর্থায়নে সম্মত থাকলে দ্বিতীয় পর্যায় করার বিষয়টি বিবেচনা করা যায় ; এবং

১৭.২ প্রকল্পের উপর সম্পাদিত অডিট কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করে অডিট প্রতিবেদনের ফলাফল আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

= ০ =